প্রেজেন্টস্...

গভীরে যাও আরও গভীরে যাও

কাহিনী

চিত্রনাট্য

অলঙ্করণ

শ্রী অমরস্রষ্টা

আজও কাঁচের মত স্বচ্ছ মনে পড়ে সেই দিনটা।
জুলাইয়ের অপরাহ্ন তখন।

গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে দগ্ধ কলকাতার বুকে
জনসমুদ্রের জোয়ার যেন ফুটন্ত।

স্কুল থেকে ফিরছি তখন। একা, বিমর্ষ হৃদয়ে...
কারণ জানি বাড়িতে কেউ নেই আমার অপেক্ষায়।

কিন্তু আমি কি কখনো ভেবেছিলাম
আমার জীবনটা এভাবে বদলে যাবে?

ভেবেছিলাম কি নিয়তি আমার দিকে
লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে?...

যদি না সে মুহূর্তে পিছন ফিরে তাকাতাম!

উড়ন্ত কীট যখন জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকায়
তখন তার মনের অবস্থা বুঝি এরম-ই হয়।

মেয়েদের সৌন্দর্য বোঝার বয়স আমার
ততদিনে হয়ে গেছে,কিন্তু বুঝিনি সৌন্দর্য
এতটাই তীব্র আর মারাত্মক হতে পারে!

সারা এসপ্ল্যানেড যেন উদ্ভাসিত হয়ে
উঠেছিল সেই অচেনা যুবতীর উপস্থিতিতে!

দেব দেবীতে আমার বিশ্বাস নেই,
তবে হিস্ট্রী বইতে পড়েছি গ্রীক/রোমান
দেবী ভিনাস্ বা অ্যাফ্রোদিতের কথা।
প্রেমের দেবী, সৌন্দর্যের দেবী,
যৌনতার দেবী...

হয়তো এরম-ই এক নারীকে দেখে
এইসব দেবীর কল্পনা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

কিছুটা নিজের অজান্তেই অগোচরে
ওনার পায়ে পা মেলালাম।

যতটা সম্ভব ওনার শরীরের কাছে
পৌঁছনোর চেষ্টা করতে লাগলাম,
যাতে ভাল করে ওনাকে দেখতে
পারি। প্রশস্ত,মসৃণ ঘামে ভেজা
তৈলাক্ত পিঠে অস্তায়িত সূর্যের
রশ্মি যেন পিছ্লে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

মনে হল উনি যেন আড়চোখে
আমায় দেখলেন; বলে না,
যে মেয়েদের ষষ্ঠেন্দ্রিয় প্রবল...

...কিন্তু আমি ততক্ষণে বেয়াড়া
রকমের বেপরোয়া হয়ে গেছি।

একটু এগিয়ে বাস্স্ট্যান্ডে উনি দাঁড়ালেন।
আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম একটু দূরত্ব বজায় রেখে।

ওনার বিষয়ে সবচেয়ে যে
জিনিষটা আমায় আকর্ষিত
করছিল সেটা ওনার উচ্চতা।

বাস্স্ট্যান্ডের ভীড়ে সবার ওপরে ওনার
মাথা। এত লম্বা মেয়ে আজ অবধি আমি
দেখিনি আর শুধু হাইট্-ই নয় তার সাথে
ওরকম ভরাট স্বাস্থপ্রাচুর্য্যে উপছে পড়া
শরীর দেখা যায় না!